দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

রাজশাহীতে কলেজে ভর্তি নিয়ে বিড়ম্বনায় শিক্ষার্থী অভিভাবক

ডিজিটাল পদ্ধতির নামে বাণিজ্য

■ আনিসুজ্জামান, রাজশাহী অফিস

সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এসএমএস-এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় 'ডিজিটাল বিড়ম্বনা' সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট অভিভাবক মহল।

অভিভাবকরা জানান, দেশের ২৪০টি সরকারি কলেজের অনুরূপ রাজশাহীর চারটি সরকারি কলেজে ভর্তির কার্যক্রম চলছে। এজন্য সরকার নির্ধারিত ফি ১২০ টাকার সঙ্গে ১৫% ভ্যাট বাবদ আরও ১৮ টাকাসহ একেক শিক্ষার্থীর ১৩৮ টাকা লাগছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি এসএমএস-এর বিপরীতে আসনসংখ্যা অনুযায়ী ভর্তিযোগ্য বাছাইকৃত শিক্ষার্থীর তালিকা সংশ্লিষ্ট কলেজে পাঠানো বাবদ টেলিটক পাবে ১২ টাকা, শিক্ষাবোর্ড পাবে ৬ টাকা, ভর্তিকারী সংশ্লিষ্ট কলেজ পাবে ১০২ টাকা এবং সরকার ভ্যাট বাবদ পাবে ১৮ টাকা। ভর্তির আগেই কোনরূপ দায়িত্ব পালন ছাড়াই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ১০২ টাকা করে দেয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে আবেদনের শর্তে বলা হয়েছে, একজন শিক্ষার্থী তিনটি কলেজে এবং একেক কলেজের একাধিক শাখায় পৃথকভাবে আবেদন করতে পারবে। তিনটি কলেজে পৃথকভাবে আবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে ভ্যাটসহ ১৩৮ টাকার তিনগুণ অর্থাৎ ৪১৪ টাকা গুনতে হচ্ছে। আবার একেক কলেজের একাধিক শাখায় পৃথকভাবে প্রতিটি আবেদনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আরও ১৩৮ টাকা করে অতিরিক্ত গুনতে হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি এসএমএস প্রদানের পর ফিরতি এসএমএস-এ প্রাপ্ত পিন নম্বর দিয়ে আরেকটি এসএমএস প্রদান বাবদ মোবাইল ও কম্পিউটার দোকানিরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আরও একশ' টাকা করে হাতিয়ে নিচ্ছে। অভিভাবক মহলের মতে, এ বিড়ম্বনা এড়িয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার পছন্দের শিক্ষাবোর্ডের অধীনের তিনটি কলেজে একই এসএমএস -এর মাধ্যমে পছন্দের ক্রমানুসারে আবেদনের সুযোগ দিতে পারত এবং তা মাত্র ১৮ টাকায়ই সম্ভব ছিল। এতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি মেধা ও পছন্দের ক্রমানুসারে সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত হতো। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতি রীতিমত 'বাণিজ্য', এমনকি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সহজ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে উল্টো জটিল ও অতিরিক্ত ব্যয়ের পথ বাতলে দিয়েছে।

অভিভাবকদের প্রশ্ন, পৃথকভাবে তিনটি কলেজে আবেদনের সুযোগ দেয়া হলেও একজন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে একটি কলেজেই। এক্ষেত্রে বাকি দুইটি কলেজ কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষার্থীদের জন্য কোনরূপ দায়িত্ব পালন ছাড়াই প্রত্যেকের এসএমএস আবেদনের ১০২ টাকা করে নেবে কোন যুক্তিতে? এছাড়া যেসব শিক্ষার্থী তিনটি কলেজের কোনটিতেই ভর্তির সুযোগ পাবে না, টেলিটক ও শিক্ষাবোর্ডের বাছাইয়ে বাদ পড়বে, তাদের প্রত্যেকের ১০২ টাকা করে কলেজ ফান্ডে যাবে কেন? সচেতন অভিভাবকরা বলছেন, যেহেতু যাচাই-বাছাইসহ ভর্তির প্রক্রিয়ার কাজ টেলিটক ও শিক্ষাবোর্ড করবে এবং ভর্তি পরীক্ষাও যেহেতু নেই, সেহেতু সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন ছাড়াই ভর্তির আগেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন বাবদ টাকা নেয়া অযৌক্তিক। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুধু ১৮ টাকায় এসএমএস-এর আবেদন নেয়াই যুক্তিসঙ্গত। বিষয়টি শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখার এবং চলমান ভর্তির প্রক্রিয়া পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এ ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক মোঃ আনারুল হক প্রামাণিক ইত্তেফাককে বলেন, আমি অভিভাবকদের যুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আন্তঃশিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দের বৈঠকে এবার ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত হয়েছে। তাই এই মুহূর্তে এককভাবে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের কিছু করণীয় নেই।

প্রসঙ্গত, এবার রাজশাহী মহানগরীর চারটি সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ৪ হাজার ২শ' শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। এর মধ্যে রাজশাহী কলেজে ৬শ' (বিজ্ঞানে দুই শিফটে ৩শ', মানবিকে ১৫০ ও বাণিজ্যে ১৫০), নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজে ১২শ' (বিজ্ঞানে চার শিফটে ৬শ', মানবিকে দুই শিফটে ৩৫০, বাণিজ্যে ২৫০), সরকারি সিটি কলেজে ১২শ' (বিজ্ঞানে চার শিফটে ৬শ', মানবিকে দুই শিফটে ৩শ', বাণিজ্যে দুই শিফটে ৩শ'), সরকারি মহিলা কলেজে ১২শ' (বিজ্ঞানে তিন শিফটে ৪৫০, মানবিকে তিন শিফটে ৪৫০, বাণিজ্যে দুই শিফটে ৩শ') শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।